Third Edition

March, 2023

for any agricultural oral test

Agripedia Series

AGRI-VIVA

For oral test of any government or private agricultural organization and agricultural university students

Mukhlesur Rahman Mukit
BCS (Agriculture), Senior Scientific Officer
Soil Resource Development Institute (SRDI).
Guest lecturer & External: Department of Soil Science,
University of Chittagong.
Former lecturer: Department of Agriculture,
Mymensingh Commerce College.

Cheif Editor
MD. HOSSEN ALI
Author & Researchers

15 Years of Glory
The NETWORK
Research & Publications
Network Office: 101/A, Green Road, Farmget, Dhaka
Cell: 01713 541615, 01911 516919

Address
Network Office: 101/A,
Green Road, Farmget, Dhaka
Cell: 01713 541615, 01911 516919

for any agricultural oral test

AGRI-VIVA

Agripedia Series

For oral test of any government or private agricultural organization and agricultural university students

By : **Mukhlesur Rahman Mukit**

BCS (Agriculture), Senior Scientific Officer

Soil Resource Development Institute (SRDI)

Published By : The Network Research & Publications, Dhaka

Third Edition : March, 2023

Second Edition : 2021

First Edition : January, 2018

Copyright : Fatema Begum

Composed By : Author

Cover Design : Author

Distributed By : Network Marketing Channel

Price : TK 420.00 Only

No part of this book can be reproduced or copied without the prior written permission of compilers or publisher

EDITED BY

Entina Chakma	Scientific Officer, SRDI 34 BCS (Agriculture) Sher-e-Bangla Agricultural University
Rahat Uz Zaman	36 BCS (Administration) Shylhet Agricultural University
Md. Shafiq Al Sarah	First in merit position (36 BCS Agriculture) Sher-e-Bangla Agricultural University
Fakhar Uddin Talukder	Scientific officer Bangladesh Jute Research Institute
Md Kamrul Hasan Kamu	AEO (38th BCS) Bangladesh Agricultural University
Md. Bodrul Hasan	Additional SP [BCS (Police)] MS in Environmental Science Bangladesh Agriculture University

NETWORK

By the Agriculturist, For the Agriculturist...

Available At

BAU, Mymensingh
Bipul Stationary, Jobbar Moar & Chan Paper, KR Market

SAU, Dhaka
Tofajjol Stationery, Hall Market
Madina Library, SAU Market

Nilkhet
Foisal Book Center
Mamun Book House

SAU, Sylhet
Rajon-Sujon Enterprise, 02 No Gate
Sami Libray, Zindabazar, Sylhet

HSTU, Dinajpur
Boi Bazar Libray, Opposite 02 No Gate

PSTU, Dumki
Sarwoar Photostate
02 No. Gate

RU, Rajshahi
Bukhari Photostate
Hobibur Rahman Hall (Attached)

CVASU, Chattogram
Penguin Libray, Andarkilla

BSMRAU, Gazipur
Compact Stationery (Under Mood Food)

Online Book Collection:
rokomari.com & mamunbooks.com

www.networkcareerbd.com

বিক্রয় ও বিপণন সেবা:

01856
01976
01601
} 466 200

শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জন্য
অভিযোগ, জিজ্ঞাসা ও পরামর্শসহ যেকোনো প্রয়োজনে...
e-mail : networkpublishers05@gmail.com
সরাসরি: 01713 541615

Helpline

NETWORK Office

Network Office: Hossain Villa
101/A, Green Road, Farmgate, Dhaka
Cell: 01856/01601/01976-466200

- ভর্তির গাইডলাইন
- ভর্তির তথ্যকণিকা
- বইয়ের কনটেন্ট ও প্রাপ্তিস্থান

ভর্তি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য ভিজিট করো
www.networkcareerbd.com

SCAN ME

যুক্ত থাক আসপেক্ট সিরিজের সাথে
page facebook.com/aspectadmission
Group: ASPECT-Admission Solution

content

SUBJECT	Page No.
ভাইবা'র প্রস্তুতি: কিভাবে শুরু করবো?	09
কী করবো, কী করবো না	17
Preparation for International or Private Organizations	27
Frequently Asked Questions	35
Most Common 1000 Viva Questions	41
প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তথ্য	81
International Organizations	231
Covid-19 Coronavirus Issues	238
Recent Burning Issues	249
সম্ভাবনাময় নতুন ফসল	265
Agricultural General Knowledge	273
কৃষির বাইরে কিন্তু জানতেই হবে	279
Task for both cadre candidates	291
মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু	303
Terminology	311
Agricultural Abbreviation	355
Annexure	359
Real Viva Experience	375

NETWORK

By the Agriculturist, For the Agriculturist...

Agri-Viva: M R Mukit

ভাইবা'র প্রস্তুতিঃ কীভাবে শুরু করবো?

বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা অবশ্যই অনেক মেধাবী, যোগ্য, দক্ষ, পরিশ্রমী এবং ভার্সেটাইল। আপনাদেরকে পরামর্শ দেয়ার কিছু নেই বরং অনেক ক্ষেত্রে আপনারা অনেক ডাইনেমিক। তবুও কিছু পরামর্শ হয়তো আপনার কাজে আসতে পারে।

অনেক দীর্ঘ পথ আপনি ইতিমধ্যে পাড়ি দিয়েছেন। যে করেই হোক, এই দারুণ সুযোগটা কাজে লাগাতেই হবে। শেষটা যাতে অনেক সুন্দর হয়, আপনার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে সে চেষ্টা করে যান। আপনি সফল হবেনই! বিসিএস ভাইভা পরীক্ষার সাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে লিখছি। তবে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, ভাইভাতে ভালো করার অন্তত হাজারটা টেকনিক আছে, যেগুলোর একটাও অনেক সময় কাজ করে না। এটা মাথায় রেখে পরামর্শগুলো পড়বেন। আবার ভাগ্য ভালো হলে এই পরামর্শগুলোই হতে পারে আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।

- বিসিএস (কৃষি) যদি আপনার প্রথম পছন্দ হয় তবে নিম্নের বিষয়গুলো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে।

১. কৃষিতে বর্তমান সরকারের সাফল্য ও ব্যার্থতা
২. করোনাকালে কৃষিক্ষেত্রে সরকারের অবদান, কৃষকের করনীয়
৩. সম্প্রতি কৃষিতে অর্জনসমুহ, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য
৪. বিভিন্ন ফসলের নতুন জাত, নতুন প্রযুক্তি
৫. চলমান গবেষণাসমুহ (সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে)
৬. সাম্প্রতিক কৃষি বিষয়ক পরিসংখ্যান (ধান উৎপাদন, ফল উৎপাদন, পাট উৎপাদন, জমির পরিমাণ, শস্য নিবিড়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, বিভিন্ন ফসল আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ)
৭. কৃষিখাত ও বঙ্গবন্ধু, কৃষিখাত ও বর্তমান সরকার
৮. এসডিজি'র লক্ষ্য,কৃষি মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
৯. ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১
১০. জিডিপি ও কৃষি খাতে পদ্মা সেতুর প্রভাব

- SDG, MDG, Vision 2021, Vision 2041, পদ্মা সেতু, রোহিংগা ইস্যু, সাম্প্রতিক বিষয়গুলো সমন্ধে বিস্তারিত ধারনা রাখুন।

- একটা মজার বিষয় হচ্ছে, ভাইভাতে অনেককেই গান কিংবা কবিতা বলতে বলা হয়। এজন্য কিছু বিখ্যাত কবির কবিতার কিছু লাইন, উক্তি এবং কিছু দেশাত্ববোধক গান শিখে রাখা ভালো। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৫ টি কবিতা, ৫ টি গান (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত কোন গান হলে ভাল হয়), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৫ টি করে নাটক, সিনেমা ও উপন্যাস এর নাম।

- বাংলাদেশ ও বিশ্ব মানচিত্র সম্পর্কে ভালো ধারণা নিয়ে যাবেন। বিশেষ করে যার আয়তন যত ছোট তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু দেশ নয়, আপনাকে বিভিন্ন অঞ্চলও খুজে বের করা লাগতে পারে যেমন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কাস্পিয়ান সাগর, বাল্টিক রাষ্ট্র, মাইক্রোনেশিয়া। আপনাকে মানচিত্রে বিভিন্ন দেশের অবস্থান দেখাতে হতে পারে।

- আপনার ভাইভা যদি সবার প্রথমে হয়, চিন্তা করবেন না কারণ সকাল বেলা সবার মেজাজই হালকা থাকে। আবার সবশেষে হলেও টেনশন করবেন না। কারণ এর মধ্যে আপনি অনেকের কাছেই জেনে যাবেন কোন প্রশ্নগুলো বেশি জিজ্ঞাসা করছে।

এভাবে পড়াশোনা করে নিজেকে প্রস্তুত করুন। আশা করি আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর তাতেই ভাইভা ভালো হবে। আত্মবিশ্বাস কম থাকলে জানা বিষয়ও ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। একটা কথা মনে রাখবেন, ক্যাডার পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনো আপনার হাতে অনেক কিছু করার আছে, যেটা আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই আন্তরিকভাবে প্রস্তুতি নিন।

সাফল্যের দরজায় টিং টং. . . . . .
কী করবো? কী করবো না??

- ভাইভা বোর্ডে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র সঙ্গে নিতে হবে। চাকরির আবেদনের সময় এসব কাগজপত্র দিতে হয়, তাই এসব কাগজপত্র নিয়োগদাতাদের কাছে থাকলেও এসব সঙ্গে করে নিতে হবে। ভাইভা বোর্ডের সদস্যরা যেকোনো সময় এসব চেয়ে বসতে পারেন। এ ছাড়া সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত ও ছবিও রাখুন। আর একটি কলমও সঙ্গে রাখা দরকার। আর এসব রাখার জন্য ভালো মানের একটি ব্যাগ সঙ্গে রাখতে পারেন।

- অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে সালাম জানাতে হবে। পরীক্ষকগন বসতে বললে বসতে হবে এবং বসতে না বললে একটু অপেক্ষা করে অনুমতি নিয়ে বসতে হবে। অনুমতি ব্যতিত বসা যাবে না। বসার সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে হবে। সোজা হয়ে বসুন, পায়ের উপর পা তুলে অথবা পা দুটো আড়াআড়ি করে বসা যাবে না। অনেকে কথা বলার সময় হাত-পা নাড়ে। ভাইভা বোর্ডে কখনোই এ রকম করবেন না।

- যখন যে ব্যক্তি আপনাকে প্রশ্ন করবেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ভাইভা বোর্ডে যিনি প্রধান হিসেবে থাকেন, অনেকেই শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়ে থাকেন। এটা মোটেই সঠিক নয়। হাত দুটো টেবিলের উপরে রাখা যাবে না। ভাইভা যারা নিবেন তাদের দিকে সোজাসুজি তাকান, মাটির দিকে বা ঘরের কোণ বা ছাদের দিকে তাকাবেন না।

- নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন। মনোযোগ দিয়ে প্রথমে প্রশ্নটি শুনুন ও বোঝার চেষ্টা করুন। প্রথমবারে যদি প্রশ্নটি বুঝতে না পারেন তবে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আর একবার প্রশ্নটি করতে বলুন।

- আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। অতি সুকৌশলে নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং উত্তম গুনাবলী ও জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে পরীক্ষকগনকে ধারনা প্রদানের চেষ্টা করুন।

- উত্তর দেয়ার সময় প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট করে এমনভাবে উচ্চারন করুন যেন সবাই শুনতে পায় এবং খেয়াল রাখুন উত্তরের সাথে যেন আপনার আত্মবিশ্বাস প্রতিফলিত হয়। সময় নষ্ট না করে উত্তর দিন। জানা না থাকলে কালক্ষেপন না করে দ্রুত বলুন,

দুঃখিত আমার জানা নেই। অগোছালো ভাবে এদিক সেদিক না ঘুরিয়ে যথাযথ উত্তর দিতে হবে। যুক্তির সাথে বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

- আচরনে কোন প্রকার জড়তা রাখা যাবেনা। গোমরা মুখে থাকবেন না। নিজেকে হাসি হাসি মুখ করে রাখুন। ভাইভা যারা নিচ্ছেন তাদের সঙ্গে ভুলেও তর্কে জড়িয়ে পড়বেন না। নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে মত জানানোর আগে বিনয়ের সাথে বলবেন- মাফ করবেন বা কিছু মনে করবেন না বলে নিন। উঁচু গলায় প্রশ্ন এলেও উচু গলায় উত্তর দেয়া যাবে না। স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিন।

- মুদ্রাদোষ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকুন। গোঁফে হাত বুলানো, চুল ঠিক করা, নাক চুলকানো, টাই ঠিক করা, গলা দিয়ে শব্দ করা বা জামা কাপড় ঠিক করবেন না। নিজে নিজে হ্যান্ডশেক করার জন্য আগে হাত বাড়াবেন না। নিয়োগকর্তাগন যদি করমর্দনের জন্য হাত বাড়ান তাহলে মোলায়েমভাবে করমর্দন করুন।

- ভাইভা বোর্ডে অবশ্যই মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করবেন না। হঠাৎ আপনার কোন বাজে সংবাদ আসলে আপনি মনযোগ হারাতে পারেন। তাছাড়া এটা কেও পছন্দও করে না।

- আবেগতাড়িত হয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবেনা। উত্তর দেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন ব্যক্তি, সমষ্টি, জাতি, ধর্ম বা রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন প্রকার অবমাননাকর বা অপ্রীতিকর কথা বেড়িয়ে না যায়। চেষ্টা করবেন আপনার উত্তরে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।

- যে কোন বিষয়ে কোন অজুহাত না দেখিয়ে এবং কোন তথ্য সম্পর্কে ছলনার আশ্রয় না নিয়ে সততার পরিচয় দিন।

- নিজেকে উপস্থাপন করুন আকর্ষণীয়ভাবে। ভাইবা বোর্ডের সদস্যরা বিভিন্ন দিকে নজর রাখে, যেমন গুন ও মূল্যগত দিক দিয়ে প্রার্থী হিসেবে আপনি কেন অন্যদের থেকে আলাদা এবং আপনাকে নিলে নিয়োগকর্তা কিভাবে লাভবান হবেন; প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য আপনি কতটা অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারেন; আপনার উল্লেখ করার মতো কোন সাফল্যের বিষয় থাকলে বিনয়ের সাথে বলুন।

- নিজেকে পরিপাটিভাবে উপস্থাপন করার গুরুত্বও কিন্তু অনেক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শালীন ও মার্জিত পোশাক পরে ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত হতে হবে। পোশাকই কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবে।

- ক্যাডার চয়েসের তালিকার ক্রম মনে রাখবেন। অনেক সময় কত নম্বরে কোন ক্যাডার চয়েস দিয়েছেন, তা জিজ্ঞাসা করে।

- সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় আপনার মধ্যে যেন কোনো প্রকার ক্লান্তিভাব না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেউ কেউ নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক আগ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে ভাইভা বোর্ডে এসে উপস্থিত হওয়ার কারণে শরীর ঘামে একাকার হয়ে যায়। তাই নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত আধাঘণ্টা আগে ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত হয়ে নিজেকে প্রাণবন্ত করে তুলুন। প্রয়োজনে হাত-মুখ ধুয়ে নিনে পারেন।

- অনেকে সারা রাত জেগে বা গভীর রাত পর্যন্ত পড়ালেখা করে সকালে ভাইভা দিতে আসেন। এতে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজেকে সতেজ করে উপস্থাপনের জন্য ভাইভার আগের রাতের ভালো ঘুম খুব জরুরি। তাই বেশি রাত না জেগে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে ভালোভাবে গোসল করে ভাইভা বোর্ডের উদ্দেশে রওনা হোন।

- অনেকের গায়ে ঘামের উৎকট গন্ধ হয়। অবশ্যই হালকা ঘ্রানের বডি স্প্র ব্যবহার করবেন। কেউ কড়া গন্ধের পারফিউম, আতর, কসমেটিক্স, নারকেল তেল ব্যবহার করবেন না। সবচে ভালো সাথে একটি ছোট স্প্রে'র বোতল রাখা, কারন অনেক সময় সকাল থেকে অপেক্ষা করতে করতে শেষে বিকেলে ভাইবা দিতে হয়।

- অনেকেই নিদিষ্ট সময়ের পরে সাক্ষাৎকার বোর্ডে এসে হাজির হন। এই সময়মতো আসতে না পারাটাই আপনার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ভাইভা বোর্ডে কোনোক্রমেই দেরি করে উপস্থিত হবেন না। দেরিতে এলে নিয়োগদাতারা ভাইভা নাও নিতে পারেন বা ভাইভার আগেই বাদ দিয়ে দিতে পারেন।

- ভাইভা দেওয়ার সময় কথা বলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা যেন প্রকাশ না পায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। কথা বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন আঞ্চলিক টান না এসে যায়। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলাও জরুরি। এ জন্য আগে থেকেই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার অভ্যাস করতে হবে। ইংরেজি বলার সময়ও উচ্চারণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

- ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার আগে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যথাসম্ভব জেনে নিতে হবে। যদি সম্ভব হয়, ভাইভা বোর্ডে কারা কারা থাকবেন, তারা কোথায়

কোথায় চাকুরী করেছেন, তাদের ফিল্ড অফ ইনটারেস্ট কী, সে সম্পর্কে আগেই জেনে নেওয়া ভালো।

- ভাইভা বোর্ডে প্রবেশের আগে কোনোক্রমেই ধূমপান করবেন না। আপনি যদি ধূমপান করে আসেন আর ধূমপানের কারণে আপনার মুখ থেকে যদি সিগারেটের গন্ধ বেরোতে থাকে, তবে ভাইভা বোর্ডে যাঁরা থাকবেন তাঁরা বিষয়টি সহজভাবে নেবেন না। এটিই আপনার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া অনেকের পান খাওয়ারও অভ্যাস রয়েছে। এক্ষেত্রে এটিও পরিহার করতে হবে।

- ভাইবা বোর্ডে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, শুধু সে বিষয়েই উত্তর দিতে হবে। বেশি কথা বলা বা অপ্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়কে টেনে আনা ঠিক হবে না। আবার গোমড়ামুখে বসে থাকলেও কিন্তু তা অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা বেশি কথা বলা যেমন পছন্দ করেন না আবার গোমড়ামুখের মানুষকেও পছন্দ করবেন না। আর ইন্টারভিউ বোর্ডে একটি বিষয় মেনে চলার চেষ্টা করুন, তা হলো সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় হাসিমুখে উত্তর দিন। তবে অকারণেও কিন্তু আবার হাসা যাবে না।

- ভাইভা বোর্ডে প্রার্থীর মানসিক স্থিতিশীলতা, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা- এসব বিষয় যাচাইয়ের জন্য অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা হয়ে থাকে (যেমনঃ আপনি আজ যে সাবান দিয়ে গোসল করে এসেছেন তার ওজন কত?, গাধার বাচ্চা ইংরেজী কি?, ট্রান্সলেশন করুন—আমি একটা আপদার্থ!!) । এ সময় কোনোক্রমেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না। অনেক সময় প্রার্থীর মানসিক অবস্থা যাচাইয়ের জন্য একসঙ্গে অনেকেই প্রশ্ন করে বসেন, চুপ করে তাকিয়ে থাকেন, এমনকি অনেক সময় বিব্রতকর প্রশ্নও করা হয়। এ সময় কোনোক্রমেই মাথা গরম না করে সবকিছু সহজভাবে নিতে হবে এবং শান্তভাবে তাঁদের সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

- ভাইভা বোর্ডে সব প্রশ্নের উত্তর বিনীতভাবে দিতে হবে। অনেকেই স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। নিজেকে ওভারস্মার্ট ভাবা ঠিক নয়। সুন্দর, সাবলীল ও বিনীতভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমেই যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ দেখানো যেতে পারে।

- ইন্টারভিউ বোর্ডে কখনোই নিজের যোগ্যতার বিষয়ে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। কোনো মিথ্যা তথ্য আপনার জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। যেমন ধরুন,

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করা হলো। আপনি এমন ভাব করলেন যেন আপনি রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ!! তখন দেখা গেলো, আপনাকে প্রশ্ন করে বসলো, রবীন্দ্রনাথ কী খেতে ভালোবাসতেন কিংবা রবীন্দ্রনাথের কয়েকজন বিদেশী প্রেমিকার নাম বলুন!!! তখন আপনি উত্তর দিতে না পারলে গোমর ফাঁস হয়ে যাবে।

- ইন্টারভিউয়ের শুরু থেকেই প্রশ্নকর্তা আপনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশ কিছু তথ্য দিতে পারেন। যদি সেগুলো আপনি না শোনেন, তাহলে বড় কোনো সুযোগ হারাতে পারেন। ভালো যোগাযোগের ক্ষেত্রে শোনা এবং যিনি কথা বলছেন তার কথাগুলো যে আপনি শুনেছেন, সেটি তাকে বোঝানো জরুরি। প্রশ্নকর্তা কীভাবে, কোন স্টাইলে কথা বলছেন, তা উপলব্ধি করুন।

- প্রশ্নকর্তা যা জানতে চান, তার চেয়ে বেশি কথা বলা আপনার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যদি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে প্রশ্নকর্তার নানা প্রশ্নে খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন আপনি। এতে নার্ভাস হয়ে বকবকও করতে পারেন। তাই ইটারভিউর জন্য পর্যাপ্ত পড়াশোনা করে যাবেন। পাশাপাশি ইন্টারভিউর আগে বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি করে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের সহায়তা নিয়ে ইন্টারভিউ দেওয়ার চর্চা করবেন। আর যে পদের জন্য আপনি আবেদন করেছেন, তা সম্পর্কে, পদের জন্য যেসব অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে, সেসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে তারপর ইন্টারভিউতে যাবেন।

- চাকরির ইন্টারভিউতে আসলে পেশাদার একটি আমেজ থাকে। এখানে কেউ আপনার বন্ধু না বা নতুন বন্ধু হওয়ার সুযোগ নেই। তাই প্রশ্নকর্তা যে ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছেন, তাকে অনুসরণ করে সেভাবেই উত্তর দিন। ইন্টারভিউয়ের সময় আপনার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ, আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ প্রকাশ করা এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করাও জরুরি। তবে খেয়াল রাখতে হবে এসব যেন দৃষ্টিকটু না হয়।

- ইন্টারভিউয়ের সময় আপনাকে পেশাগত ভাষায় কথা বলতে হবে। খেয়াল রাখবেন যেন আপনার কোনো অনুপযুক্ত শব্দ (হতে পারে তা ধর্ম, রাজনীতি, যৌনতা বা অন্য যেকোনো বিষয়ে) চয়ন যেন প্রশ্নকর্তাদের বিব্রত না করে। তাহলে তাৎক্ষণিকভাবেই আপনার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যেতে পারে।

- অনেক সময় চেহারা, পোষাক, আদর্শ দেখে প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে। যেমন আপনি যদি দাড়ি টুপি রাখেন (দোয়া কুনুত বলেন, চিল্লা তে যাওয়া জরুরী কেনো, দুর্নিতী করলে বেহেশত যাবো না দোজখে যাবো?, , , , ইত্যাদি)।

- প্রশ্নকর্তা যখন আপনার ক্যারিয়ারের আগের কোনো ঘটনা জানতে চান, তখন আপনার আচরণের ধরন বোঝারও চেষ্টা করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে যদি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে একদিকে আপনি যেমন যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাবেন না, অন্যদিকে নিজের দক্ষতা সম্পর্কেও কথা বলার সুযোগ হারাবেন। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি নেবেন যেন নিজের সব ঘটনা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারেন।

- চাকরিটি আপনার খুব জরুরি হতে পারে। কিন্তু ইন্টারভিউয়ের সময় 'প্লিজ আমাকে চাকরিটা দিন' ধরনের মরিয়া ভাব দেখাবেন না। এতে আপনার আত্মবিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইন্টারভিউয়ের সময় ধীর, স্থির ও দৃঢ়সংকল্প থাকুন। আপনি জানেন চাকরিটা পাওয়ার যোগ্যতা আছে আপনার। প্রশ্নকর্তাকেও সেটা বুঝতে দিন।

- বোর্ডে যে ধর্মের লোকই থাকুন, মুসলিম প্রার্থী সালাম দেবেন, হিন্দু প্রার্থী নমস্কার দেবেন এবং অন্য ধর্মের প্রার্থীরা নিজের রীতি মেনে বলবেন।

- বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সদস্য নারী হলেও স্যার সম্বোধন করবেন। ভুলেও ম্যাডাম বা আপা বলবেন না। বর্তমানে সিভিল সার্ভিসে এটাই নিয়ম। ব্যত্যয় হলে আপনাকে ফেলও করিয়ে দিতে পারে।

- আপনার গলার স্বর কখনো অধিক উচ্চ বা অধিক নিম্ন হবে না। আদর্শ মান বজায় রেখে কথা বলবেন। আরেকটা বিষয়, কথা বলার গতি খুব দ্রুত বা ধীর যেন না হয়। এতে বিরক্ত হয় অনেকে। কথার মাঝখানে এ্যাঁ, হুম্, উহু উচ্চারণ করা যাবে না।

- উত্তর খুব সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, যা জিজ্ঞাসা করল, তার বেশি বলতে যাবেন না। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

  ১. আপনি প্রশ্ন বোঝেননি।
  ২. বেশি পান্ডিত্য দেখাচ্ছেন।

ভেবে দেখুন, কোনোটাই আপনার অনুকূলে নয়। তাই সাবধান।

- একটা কথা মনে রাখবেন, বোর্ড আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। আপনি বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। কীভাবে? ধরুন, আপনার গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায়। তাহলে আপনাকে লালন ফকির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে বেশি। সেক্ষেত্রে আগে থেকেই আপনি লালন ফকিরের জীবনী, দর্শন, গান সমন্ধে ভালো করে জেনে রাখলে আপনিই বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

- ইন্টারভিউ বোর্ডে নিজেকে উপস্থাপনার আগেই জীবনবৃত্তান্ত বা বায়োডাটা উপস্থাপন করার প্রয়োজন হতে পারে(বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে)। এ জন্য জীবনবৃত্তান্ত তৈরির সময় আপনাকে অবশ্যই কৌশলী হতে হবে। চাকরিপ্রার্থীর যেটা ভালো অর্জন, তা জীবনবৃত্তান্তে আগে লিখতে হবে। আর এতে যেন প্রয়োজনীয় সব তথ্য থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোনো বানান বা ব্যাকরণগত ভুল যাতে না হয় সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্তে অনেকেই ভুল তথ্য উপস্থাপন করেন এবং নিজেকে যোগ্য প্রমাণের জন্য সত্য নয় এমন অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করেন। এটি মোটেই উচিত নয়। নিয়োগকর্তারা নিয়োগের পরেও যদি আপনার ভুল তথ্য উপস্থাপনের বিষয়টি ধরে ফেলেন, তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে চাকরি চলে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

- প্রশ্নকর্তা যখন জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কি না?' তখন বেশির ভাগ প্রার্থী উত্তর দেন 'না'। এটি আসলে ভুল। প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনি জানতে পারেন, কোম্পানিটি আপনার জন্য সঠিক জায়গা হবে কি না। ইন্টারভিউয়ের সময় যেসব প্রশ্ন আপনাকে করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকেই আপনি প্রশ্ন পেতে বের করে আনার চেষ্টা করুন।

- ভাইভা শেষ হয়ে গেলে মনে করে আপনার কাগজগুলো ফেরত নিয়ে আসবেন। উঠে হাঁটা শুরু করবেন না।

- পরিশেষে বিদায় নেবার সময় সবাইকে ধন্যবাদ দেয়ার পর, সালাম দিয়ে বিদায় নিন।

চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ভাইভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। অধিকতর দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তির কাছেও চাকরির ভাইভা খুবই কঠিন। কেননা ভাইভার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পদে চাকরি পাবেন, কি পাবেন না। দেখা যায়, অনেকে রিটেন বা অন্য ধাপগুলোতে ভালো করলেও ভাইভায় এসে বাদ পড়ে যান। আর যারা নতুন তাদের ক্ষেত্রে তো একথা বলারই অপেক্ষা রাখে না। এদিকে, ভাইভার ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা কি প্রশ্ন করবেন সেটাও আগ থেকে জানা যায় না। তবে কিছু কমন প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো প্রায় সব চাকরির ভাইভাতেই জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে। সেগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারলে আপনি অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন। **ভাইবা বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো প্রায়ই করা হয়-**

- আপনার নাম কি? আপনার নামের অর্থ কী?
- এই নামের একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলুন?
- আপনার জেলার নাম কী?
- আপনার জেলাটি বিখ্যাত কেন?
- আপনার জেলার একজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধার নাম বলুন?
- আপনার জেলার একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলুন?
- আজ কত তারিখ? আজ বাংলা কত তারিখ? আজ হিজরি তারিখ কত?
- আপনি কি কোনো দৈনিক পত্রিকা পড়েন? পত্রিকাটির সম্পাদকের নাম কি?
- আপনার নিজের সম্পর্কে ইংরেজিতে বলুন?
- কেন বিসিএস দিচ্ছেন?
- ফার্স্ট চয়েস এই ক্যাডার কেন? যুক্তি দিন।
- আপনার একাডেমিক সাবজেক্টের সাথে ফার্স্ট চয়েস কিভাবে রিলেটেড?
- যে পদে যোগ দিবেন তার ক্রমবিন্যাস বলুন।
- ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে বলুন।
- '৭২ এর সংবিধানের মূলনীতি কি কি?
- মানবতা বিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে আপনার মতামত কি?
- আপনার জেলা, উপজেলা, গ্রামের নামের সাথে মিল করে আরো কিছু জেলা, উপজেলা ও গ্রামের নাম বলুন। (যেমনঃ শেরপুর, জামালপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, ফরিদপুর, , , , , ,চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম)

- আপনার মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলুন।
- আপনার জেলার দর্শনীয় স্থান কি কি?
- জেলা ব্র্যান্ডিং এ আপনার জেলার নাম কি?
- আপনার একটি কাজ সম্পর্কে বলুন যার জন্য আপনি গর্ব বোধ করেন?
- একটি সমস্যার কথা বলুন যার সমাধান আপনি নিজে করেছেন?
- আপনি জীবনে কোন কাজটি সবচে ভালো করেছেন?
- আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন বা দলগতভাবে কাজ করেছেন এমন একটি অবস্থার বর্ণনা দিন?
- আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা?
- What is your name? Tell me the meaning of your name.
- How would you describe yourself?
- What is your birth date?
- Tell me some important events that were occurred or about famous persons who was born or died on your birth-date.
- Tell me about your Upzila, Zila– Important River, Persons, Incidents related to Liberation War etc.
- Tell us about the history and other important features about your school, college, university, university hall etc.
- Why you want to be a BCS Cadre?
- What are your hobbies?
- What are your long-range career goals?
- What experience have you had in this type of work?
- Which accomplishments have given you the most satisfaction?
- Why did you decide to go to this particular discipline/field/subject /profession?
- How did you spend your vacation while in university?
- Are you willing to travel (or move)?
- What things are the most important to you in a job?

- Who is your favorite person?
- Tell us an interesting story/memorable event of your life?
- In what type of position are you most interested?
- Why do you think you might like to work for our Company?
- What courses did you like best? Least? Why?
- What do you know about our company?
- What qualifications do you have that make you feel that you will be successful in your field?
- What extracurricular offices have you held?
- What are your ideas on salary?
- How much money do you hope to earn at age 30? 40?
- Do you prefer any specific geographic location? Why?
- What personal characteristics are necessary for success in your chosen field?
- Are you looking for a permanent or temporary job?
- Do you prefer working with others or by yourself?
- What kinds of boss do you prefer?
- Can you take instructions without feeling upset?
- How did previous employers treat you?
- Can you get recommendations from previous employers?
- Do you like routine work?
- Are you willing to go where the company sends you?
- What is your greatest strengths and weakness?
- What jobs have you enjoyed the most? The least? Why?
- Would you prefer a large or a small company? Why?
- Are you interested in research?

Preparation for International or Private Organization

Tell me about yourself?

ইন্টারভিউর শুরুতেই আপনি এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে পারেন। প্রশ্নকর্তা চাইলে আরেকটু কায়দা করে বলতে পারেন, 'Run me through your CV.' এ প্রশ্নটি করার মূল উদ্দেশ্য আপনার আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ এবং নিজের সম্পর্কে প্যাশন এর মাত্রা দেখে নেওয়া। এই প্রশ্নটির উত্তর আপনি কীভাবে দিচ্ছেন, তা আপনার কমিউনিকেশন স্কিল সম্পর্কেও ধারণা দেবে। 'I love watching movies.', 'I love partying!', 'I have so many friends.' এ ধরনের জবাব পরিহার করে বরং কথা বলুন আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবার এবং পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে।

এই প্রশ্নটির উত্তরে প্রত্যেকেই যে ভুলটা করে থাকে সেটা হলো কোথায় সে পড়াশোনা করেছে, কী খেতে বা পড়তে ভালবাসে, ইত্যাদি তথ্য দিয়ে সময় নষ্ট করে। আসলে, আপনার নিজের সম্পর্কে বলা মানে আপনার পছন্দ বা অপছন্দের বিষয় সম্পর্কে নয়, বরং আপনি কী ধরনের জব প্রোফাইল পছন্দ করেন (তবে অবশ্যই যে পদের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছেন, সেটাকে প্রাধান্য দিতে হবে আপনাকে), বা কী বিষয় নিয়ে আপনি পড়াশোনা করেছেন, যে প্রোফাইলে কাজ করার জন্য আপনি আবেদন করেছেন, কেন আপনি সেই প্রোফাইলের জন্য উপযুক্ত সেসবই হল এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর। ইন্টারভিউয়ার যেন আপনার সঙ্গে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন সেটা নিশ্চিত করতে। তাতে তার পছন্দ-অপছন্দ, প্রয়োজন সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে।কথার মাঝে Fumbling বা তোতলানো এড়াতে এবং পরবর্তী বাক্য কী হবে, তা গুছিয়ে নিয়ে গ্যাপ ফিলারস ব্যবহারের মাধ্যমে দুটো বাক্যের মাঝে স্বল্প সময়ের বিরতি নিন।

What are your strengths?

আপনি নিজের সম্পর্কে কতটুকু পজিটিভ, তা দেখার জন্য এই প্রশ্ন করা হয়। জবাব দেওয়ার সময় চেষ্টা করুন একটি বাক্যে নিজের গুণ সম্পর্কে সরাসরি না বলে বরং সংক্ষেপে তা আলোচনা করতে। 'I am a very friendly person.' এভাবে না বলে, বলুন :

'My strongest strength is attention to detail. I totally believe in planning and execution. In fact, when I was in my college I used to organize my week. Because of my very outgoing nature many people have said that I am quiet approachable. So, I believe these are my strengths.'

(আমার সবচেয়ে সেরা গুণ হচ্ছে আমি যেকোনো কাজকে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টা করি। আমি পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সামনে এগোই। কলেজে পড়ার সময়েও আমি আমার সারা সপ্তাহের কাজের তালিকা তৈরি করে রাখতাম এবং তা অনুসরণ করতাম। আমার মিশুক স্বভাবের কারণে অনেকেই এটা মনে করেন যে আমি সহজেই মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি।)

যেকোনো ইন্টারভিউ দেওয়ার আগেই কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে রাখতে হবে। সম্প্রতি আপনি গঠনমূলক কী কী কাজ করছেন, তার একটা লিস্ট করে রাখবেন এবং সময়মতো সেগুলো বলে দিবেন। আগেই বলেছি, প্রথমেই আপনাকে ইন্টারভিউয়ারের মানসিকতা ও চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। আর সেটা হয়ে থাকলে এই প্রশ্নটার উত্তরও খুব সহজেই আপনি বলতে পারবেন। আপনার কয়েকটি 'স্ট্রেন্থ' বা জোরালো দিকের মধ্যে আসতে পারে ইন্টেলিজেন্স, অনেস্টি বা ইন্টগ্রিটি, কর্পোরেট কালচার সম্বন্ধে পরিচিত থাকা, সকলের সঙ্গে মেশার দক্ষতা, সেন্স অফ হিউমার, গুড কমিউনিকেশন স্কিল, যেকোনো কাজে সিরিয়াসনেস, ডেডিকেশন প্রভৃতি। একটু মাথা খাটালে দেখবে এরকম হাজারটা গুণে আপনি গুণবান। তবে এই সব শব্দগুলোর সঙ্গে আপনি অথবা আপনার অ্যাপিয়ারেন্স আদৌ মিলে যায় কি না, সেটা বুঝে নিয়ে তবেই এসব গুণের কথা বলবেন। কারণ, হয়তো আপনি নিজেকে সৎ বললেন, কিন্তু আপনার সততার কোনো উদাহরণ দিতে পারলেন না। এতে কিন্তু আপনি মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হতে পারেন। অতএব ভেবেচিন্তে উত্তর দিন।

What are your weaknesses?

প্রশ্নকর্তার এই প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য হলো আপনি আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন কি না এবং আপনি কীভাবে সেটিকে ভালো দিকে কাজে লাগান, তা যাচাই করে দেখা। আবার দুর্বলতার ক্ষেত্রে সেগুলোকেই তুলে ধরুন যা ইন্টারভিউয়ের চাকরির জন্য প্রতিবন্ধক নয়। বেশি ব্যাখ্যায় যাবেন না। কারণ স্ট্রেন্থ বা উইকনেস এমন দু'টো শব্দ যে, একজনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি তার স্ট্রেন্থ, সেটিই অন্য কারও ক্ষেত্রে উইকনেস হয়ে যেতে পারে।

এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে 'আমার কোনো দুর্বলতা নেই' এমন উত্তর কখনো দিবেন না। মানুষ হিসেবে আমাদের অবশ্যই কোনো না কোনো দুর্বলতা আছে। সুতরাং এ প্রশ্নে খারাপ লাগার কিছু নেই। আপনি সততার সাথে উত্তর দিন। এমন দুর্বলতার কথা বলুন, যা সংশ্লিষ্ট চাকরির সাথে কোনোভাবেই সম্পর্কযুক্ত নয়। আপনি অবশ্য কৌশলী হয়ে প্রশ্নটিকে ইতিবাচকও বানিয়ে ফেলতে পারেন। বলতে পারেন, আপনি অতিমাত্রায় বাস্তববাদী। এ ক্ষেত্রে দুয়েকটি উদাহরণ দিন। অতি বাস্তববাদীতা আপনাকে কিভাবে সমস্যার মুখোমুখি করেছিল তা উল্লেখ করুন। একই সাথে সে সমস্যা থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন তা-ও বলুন।

এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি 'I am very impatient ', 'I get angry really fast.' এভাবে নিজের দুর্বল দিকগুলো নিয়ে কথা না বলে বরং একটু ঘুরিয়ে বলুন :

'I think my weakness is I am way too detail oriented. I try to accomplish everything and I just want everything to be perfect, but then I realise, I am taking extra time/I am spending too much time. And, maybe that makes me submitting projects late. So I guess this is my weakness.'

(আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমার খুঁতখুঁতে স্বভাব। আমি সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে করতে চাই এবং তা করতে গিয়ে প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে ফেলি। এ কারণেই আমি নির্ধারিত সময়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রজেক্ট জমা দিতে পারি না। আমার মতে, এটিই আমার দুর্বল দিক।)

Where do you see yourself in five years?

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার দূরদর্শিতা কতখানি, তা দেখার জন্য প্রশ্নটি করা হয়। অনেকেই এর জবাব দিতে গিয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন, কারণ ভবিষ্যতে কী হবে, তা কেউই জানেন না। একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে এভাবেও করা হতে পারে যে, 'What are your long-term / short-term goal?'

'I would like to be the CEO of this company.', 'I would like to own an airline'-এর মতন অবাস্তব উত্তর দিয়ে পরিবেশকে হালকা না করে বরং এভাবে বলুন:

'Well, five years from now, I would like be in the management position. Till then, I would like to gain practical experience and then eventually become a Manager. Of course, I would like to share and learn new things from my team members.' অর্থাৎ, আগামী পাঁচ বছরে আমি নিজেকে ম্যানেজমেন্ট পজিশনে দেখতে চাই। তবে এর মধ্যবর্তী সময়ে আমি বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। আমি আমার দলের সদস্যদের সঙ্গে কাজ করে নতুন নতুন বিষয় শিখতে ও জানতে চাই এবং তাদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে চাই।

What do you know about our company?

এই প্রশ্নটির মুখোমুখি আপনাকে যেকোনো ইন্টারভিউতে হতে হবে। প্রশ্নকর্তা এর মাধ্যমে জানতে চান, এই চাকরির ব্যাপারে আপনি কতটা আগ্রহী এবং আবেদনের আগে আপনি কোম্পানির সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন কি না। কাজেই প্রস্তুত থাকুন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, ইন্টারনেটে কোম্পানির সম্পর্কে যথেষ্ট রিসার্চ করুন, যাতে করে আপনাকে বিড়ম্বনার সম্মুখীন না হতে হয়।

যদি আপনার সত্যিই স্পষ্ট ধারণা থাকে, তা হলে সরাসরিভাবে তা জানিয়ে দিন। আর না থাকলে খুব ভদ্রভাবে বলুন, আপনি যা জানেন সবটাই অন্যের কাছ থেকে শোনা এবং আপনি বিস্তারিতভাবে এই ফিল্ড সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। তবে এমন যেন না হয় যে, আপনি আদৌ ওই ফিল্ড সম্পর্কে জানেন না, অথচ অতি চালাকি করে বলে দিলেন, ধারণা আছে, তাহলে কিন্তু বিপদে পড়বেন আপনি। কারণ, পরের প্রশ্নটা অবধারিতভাবে হবে, 'কী জানেন?' ব্যস, আপনার যাবতীয় জারিজুরি শেষ। তাই মনে রাখুন, অতি চালাকের গলায় দড়ি।

How well do you handle change?

কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অনেকেই এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বদলে নিতে পারেন না। প্রশ্নের জবাবে আপনি যে পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম, তা বলার সঙ্গে সঙ্গে চাইলে আপনার আগের কর্মক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া এই সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনা নিয়েও বলতে পারেন অনেকটা এভাবে :

'Of course I can handle a change. In my previous company, one of my bosses had to quit and the new boss changed the complete strategy of a project. We managed it with our team efforts and definitely, the result was good. So of course I am very flexible and hardworking too.'

(অবশ্যই আমি এ ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারব। আমার আগের কর্মক্ষেত্রে একজন বস চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে তাঁর জায়গায় নতুন যিনি যোগ দেন, তিনি এসেই আমাদের চলমান একটি প্রজেক্টের সম্পূর্ণ স্ট্র্যাটেজি বদলে দেন। আমরা তার পরেও নতুন স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কাজ সম্পন্ন করি এবং এর ফলাফলও বেশ ভালো ছিল। কাজেই বলা যেতে পারে, আমি পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম এবং আমি পরিশ্রমী।)

How well do you work under pressure?

অতিরিক্ত কাজের চাপ নিতে আপনি কতখানি উপযুক্ত, তা জানতে এই প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নের জবাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলুন :

'Working under pressure or without pressure works just the same for me.' অর্থাৎ, কাজের চাপ থাকুক অথবা না থাকুক, দুই ক্ষেত্রেই আপনি মানিয়ে নিতে সক্ষম এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ আপনাকে প্রভাবিত করে না।

How do you handle important decisions?

কর্মক্ষেত্রে অনেক সময়ই আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। সেসব সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত থাকে কোম্পানির ভবিষ্যৎ এবং লাভ-ক্ষতি। এমন প্রশ্নের জবাবে ঘাবড়ে না গিয়ে বলুন :

'Handling decisions is definitely considered to be a little difficult. But, I am sure I can do it by relying on my experience. I would also look at the pros and cons, and take some advice from my team members which will help me to take a better decision.' অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত নেওয়া সব সময়েই একটি কঠিন কাজ। তবে আমি আমার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করব। আমি পুরো বিষয়টির খুঁটিনাটি যাচাই করব এবং আমার টিম মেম্বারদের সঙ্গে আলোচনা করা সাপেক্ষে কোম্পানির জন্য মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

সম্প্রতি কোন ভালো বইটি পড়েছেন?

যেকোনো ধরনের চাকরির ইন্টারভিউয়েই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারেন। আসলে কাজের পাশাপাশি অন্য কোনো বিষয়ে আপনার আগ্রহ আছে কিনা, সেটা জানতেই এমন প্রশ্ন করা। বই পড়ার অভ্যাস থাকলে ভালো, না থাকলেও অন্তত কিছু রেফারেন্স বইয়ের নাম জানান। তবে কিছু বিখ্যাত, জনপ্রিয়, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইয়ের নাম ও বইয়ের রিভিও জানা প্রত্যেকেরই উচিত।

কেন আপনি সর্বশেষ চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন?

পূর্বের চাকরীর সম্পর্কে ইতিবাচক থাকুন।আগের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যদি সমস্যা থাকে, তা কখনই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করবেন না। পূর্বের সংস্থার সুপারভাইজার অথবা সহকর্মীদের নিয়ে সমস্যার কথা বলবেন না। এটি করলে খারাপ দেখায়। হাস্যজ্জল কথায় ইতিবাচক কারণে আগের চাকুরি ছাড়ার বিষয়ে আলাপ করুন, বিশেষ বা দুরদর্শী অন্য কিছু একটা করার সুযোগকে কারণ হিসেবে দেখান।

নতুন চাকুরির কাজের ক্ষেত্রে আপনার কি ধরণের অভিজ্ঞতা আছে?

সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কথা বলুন যে বিষয়ে আপনি চাকুরির আবেদন করছেন। আপনার নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকলে আপনি যা করতে পারেন বা ভবিষ্যতে আপনার কি পরিকল্পনা, সেটা বর্ননা করুন।

আপনি কি নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন?

আপনাকে সবসময় হ্যাঁ উত্তর এবং সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। একটি ভাল ব্যাখ্যা আপনার লক্ষ্যবস্তুকে নির্দেশ করবে এবং আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিবে।

আপনার বন্ধুরা আপনার সম্পর্কে কি বলে?

বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া আপনার সম্পর্কে একটি বা দুই উদ্ধৃতি প্রকাশ করুন। একটি নির্দিষ্ট বিবৃতি বা একটি নির্দিষ্ট শব্দে ভাব প্রকাশ করা এখানে ভাল কাজ করবে। যেমন, পরিশ্রমী, কর্মঠ, কঠিন বিষয়ে আগ্রহী বা পরোপকারী ইত্যাদি।

আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কি কাজ করেছেন?

আপনার উন্নতি বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। বিভিন্ন আত্মোন্নতি ভিত্তিক কার্যক্রমের কথা ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, প্রশিক্ষণ, বই পড়ে, ভিডিও দেখে, নতুন নতুন মানুষের সাথে মিশে ইত্যাদি।

আপনি কি অন্য কোথাও আবেদন করেছেন?

সত্যিকার অর্থে এই সম্পর্কে অনেক সময় ব্যয় না করাই ভাল। ফোকাস রাখুন কাজ এবং আপনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কি করতে পারেন তার উপর।

কেন আপনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করতে চান?

এইখানে চিন্তার জন্য কিছুটা সময় লাগতে পারে, আপনার প্রতিষ্ঠানের গবেষণার উপর ভিত্তি করে উত্তর করা উচিত। এখানে আন্তরিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার

কর্মজীবনের অনুভূতি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যবস্তু সহজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়াও আপনি ঐ প্রতিষ্ঠানের কি কি উন্নতি করতে পারবেন তাও উল্লেখ করতে পারেন।

যারা আমাদের সাথে কাজ করে আপনি কি তাদের সম্পর্কে কিছু জানেন?

প্রতিষ্ঠানটির নীতিমালা সম্পর্কে জানুন। তারা কি একই পরিবাবের অন্য কাউকে চাকুরি দেয় কিনা, বা আত্মীয়দের একই প্রতিস্থানে কাজ করা অনুমোদন করে কিনা, তার বিষয়ে তথ্য নিন। সব জেনে বুকে উত্তর দিন।

আপনি কত বেতন চান?

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটি ছোট ভুল উত্তর আপনার সবকিছু নষ্ট করে দিবে। সুতরাং, এটা উত্তর না করাই ভাল। পরিবর্তে, বলা যায় যে এটি একটি কঠিন প্রশ্ন. আপনি কি আমাকে এই কাজের বা অবস্থানের জন্য বেতন পরিসীমা বলতে পারেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রে, চাকরীদাতা নিশ্চুপ ভুমিকা পালন করে। অথবা বলতে পারেন এটা কাজের বিবরণ উপর নির্ভর করতে পারেন। অথবা বলতে পারেন, আমি আশা করব এটা আপনারা আমার যোগ্যতা এবং এই পদে কাজের পরিধি ও মার্কেটের চাহিদা বিবেচনা করে নির্ধারণ করবেন।

আপনি কি টিম এ কাজ করতে সাচ্ছন্দ বোধ করেন?

অবশ্যই, কোন সন্দেহ নেই যে আপনি টিম এ কাজ করতে চান। এটাই একমাত্র উত্তর হতে হবে। শুধু তাই না, আপনি এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দিতে ভুলবেন না। আরও বলতে পারেন যে আপনি নিজের চেয়ে আপনার দলের মনোভাবকে ভালো গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে খুব বেশি বলতে যাবেন না যা সন্দেহ তৈরি করতে পারে। খেয়াল রাখবেন তারা যেন বুকে এটা আপনার কাছে অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়। মনে রাখবেন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আপনাকে কি কখনও চাকুরি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিলো?

সত্যি বলুন। না হলে না বলুন আর হ্যাঁ হলে হ্যাঁ বলুন। সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যখা করুন কি হয়েছিলো কিন্তু খেয়াল রাখবেন এই ব্যখাতে যেন পূর্বের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন নেতিবাচক মনোভাব না থাকে।

কেন আপনাকে নিয়োগ করবো?

ব্যখ্যা করুন কিভাবে আপনার যোগ্যতাগুলো প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক হবে। আরও ব্যখ্যা করুন কিভাবে আপনি এই পদে আপনার সর্বচ্চ মেধা দেখাতে পারবেন। তবে কখনও অন্য চাকুরিপ্রার্থীর সাথে নিজেকে তুলনা করবেন না।

এই চাকরির ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে কেন যোগ্য মনে করছেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও রেজাল্টর ফিরিস্তি তুলে না ধরে সংশ্লিষ্ট চাকরির সাথে সম্পর্কিত আপনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

চাকুরী পেলে আপনি কি ঘুষ খাবেন?

আমার বাবামা দুজনই শিক্ষক। আমি ছোটবেলা থেকে তাদের- আদর্শেই বড় হয়েছি। যেখানে কোন অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জনের মানসিকতা বা লোভের স্থান নেই। বাবা-মা'র পথ অনুসরণ করে মানুষের কল্যানে, দেশের সেবায় আজীবন কাজ করে যাওয়াই আমার ব্রত। কোন প্রকার ঘুষ বা দুর্নীতি নয়, আমার বাবা মা তাদের জীবনে যা যা করে গেছেন, সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে সেটি ভিন্ন আঙ্গিকে করার লক্ষ্যেই আমি সরকারি চাকুরিতে যোগ দিতে চাই। আর তাছাড়া প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে সরকার তো আমাকে মাসে মাসে বেতন দেবে, স্বচ্ছল ও সাধারণ জীবন যাপনের জন্য যা আমার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হবে বলেই আমার ধারণা।

(এটাই সেরা উত্তর নয়। আপনার বাবা-মা ভিন্ন পেশার হলে আপনার মত সাজিয়ে নিন। তবে খেয়াল রাখবেন যেন গদবাধা কথা না হয়। এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর যত লাইভ হবে, ততই স্যারদের পছন্দসই হবে। এ ধরনের অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তরও একই ভাবে সাজিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন, যেন বুঝা যায়, আপনি সত্যিটা বলছেন। কোন গাইড নোট থেকে মুখস্থ করেননি।)

আমাদের ব্যাপারে আপনার কিছু জানার আছে?

প্রায় সব চাকরিদাতাই ইন্টাভিউর শেষ দিকে এ প্রশ্ন করেন। এর উত্তরে এমন প্রশ্ন করুন যাতে মনে হয় এ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আপনার বেশ আগ্রহ আছে। শুধু তাই নয়। বরং তাদের সাথে কাজ করতে আপনার ব্যাকুলতাও আছে। এক্ষেত্রে আপনি বুদ্ধিমত্তার সাথে তিন চারটি প্রশ্ন করুন।
যেমন-
ক. প্রতিষ্ঠানের আগামী পাঁচ বছরের টার্গেট বা পরিকল্পনা কী?
খ. প্রথম মাসে কাজের ক্ষেত্রে আমার কাছে কী প্রত্যাশা করেন?
গ. আমাদের টিমটি কয়জনের হবে? অথবা আমাকে কয়জনের সাথে কাজ করতে হবে?
ঘ. এ প্রতিষ্ঠানের কাছে সফলতার সংজ্ঞা কী?

ইন্টারভিউ দেওয়ার সময়ে চেষ্টা করুন এক শব্দে বা এক লাইনে জবাব দেওয়ার বদলে সময় নিয়ে জবাব দিতে। শব্দচয়ন, উচ্চারণের মতন ব্যাপারগুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন। রুমে প্রবেশের আগে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে নিন। চেষ্টা করুন নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই ইন্টারভিউ যেখানে নেওয়া হবে, সেখানে পৌঁছে যেতে। ইন্টারভিউর আগের রাতেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নিন। নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী থাকুন। জয় আপনার সুনিশ্চিত।

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Agri-Career, Agri-Dictionary, Agri-BCS বইসমূহ লেখার কারনে অনেকেই ভাইভার বিভিন্ন বিষয়ে নানা পরামর্শ চান। কিছু বিষয় হাস্যকর হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাই হোক, চলুন দেখি বিষয়গুলো কি, এবং তার সমাধান কি (আমার মত বলছি, আপনার মতামত ভিন্ন হতে পারে)।

⊖⊖ ভাইভা দিতে সবসময় নার্ভাস লাগে কেন? এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি হতে পারে?

◉ চাকরির ইন্টারভিউ বা কোন বড় পরীক্ষার সময় এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। নার্ভাসনেস দুর করতে হলে কিছু বিষয় মনে রাখবেন, আমরা যাকে নার্ভাসনেস বলি সেটা আসলে আত্মবিশ্বাসের অভাব। যে কারণে সবাই টেনশন করে, সেই নির্দিষ্ট কারণটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।যখন আপনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন পরিবারের কোনো একজনের সঙ্গে অথবা কাছের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন। তার সাথে সব কিছু শেয়ার করুন। তার অনুপ্রেরনা আপনাকে হয়ত অনেকটাই সাহায্য করবে । আপনার সমালোচনা নয়, নিজের ভালো গুন গুলোর কথা ভাবুন। মাথা ঠান্ডা রাখুন, মনকে শক্ত করুন। এই বিশ্বাসটা মনে গেথে নিন, ইন্টারভিউতে পজেটিভ বা নেগেটিভ যাই হোক না কেন আপনি তাই মেনে নিবেন। এতে আপনার মনের উপর চাপটা কমবে। এবং যে কোন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে পারবেন অনায়াসে! আপনি যে পদের জন্য ইন্টারভিউ দিবেন সে বিষয়ে ভালো ধারণা নিয়ে যান, আপনার পড়শোনার বিষয়গুলোও মাথায় রাখবেন। নিজের উপর একটা আত্মবিশাস রাখবেন যে, যারাই পরীক্ষা দিতে এসেছে তাদের কারো থেকেই আপনি কম না।

⊖⊖ ভাইভাতে কখন ফেল করানো হয়?

◉ভাইভায় ফেল বা কম নম্বর পাওয়ার প্রধান কারণ হলো: ১.বেয়াদবি করা; ২. বেশি জানার ভাব করা; ৩. নার্ভাস থাকা; ৪. অসতর্ক আচরণ করা; ৫. উচ্চারণে আঞ্চলিকতা থাকা; ৬. আই কন্ট্রাক্ট না থাকা; ৭. ব্যর্থতা স্বীকার না করা; ৮. সন্তোষজনক উত্তর কম দেওয়া; ৯. মিথ্যা কথা বলা; ১০. অতি যোগ্যতা প্রদর্শণ ইত্যাদি।

⊗⊖ চাকরিপ্রার্থীদের মাঝে কোন কোন গুণ ও দক্ষতাগুলো খোঁজেন নিয়োগকারীরা?

◉সাধারনত বিশ্লেষণধর্মীতা, সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা, আত্মবিশ্বাসী, ইতিবাচক মনোভাব, দলগত কাজের দক্ষতা, প্রযুক্তিজ্ঞান ইত্যাদি গুনাবলিই খোঁজেন নিয়োগকারীরা । দক্ষতা দুই ধরণের- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। যা সহজেই পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, যেমন- টাইপিং স্পিড, সার্টিফিকেট, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ভিন্ন ভাষায় সাবলীলতা ইত্যাদি। আর ধৈর্য্য, সময়জ্ঞান, বিভিন্ন লোকজনের সাথে মেশার ক্ষমতা ইত্যাদি হলো অভ্যন্তরীণ দক্ষতা । আর একজন প্রার্থীর মধ্যে এই দুইটির সহাবস্থান এর পর্যায় কতটুকু, নিয়োগকারীরা আসলে তাই খুজেন।

⊖⊖ মৌখিক পরীক্ষার কতক্ষন রাখা হয়?

◉মৌখিক পরীক্ষায় আপনাকে দুই মিনিট থেকে শুরু করে ৪০ মিনিটও রাখা হতে পারে। এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। বেশি সময় ধরে প্রশ্নকর্তারা প্রশ্ন করলে ঘাবড়াবেন না; বরং এতে ধরে নিতে হবে, তারা আপনাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং চাকরির জন্য যোগ্য মনে করেই যাচাই করছেন। তবে এমনও দেখা গেছে, ৪০ মিনিট রাখার পরও অনেকের চাকরি হয়নি, আবার দুই-তিন মিনিট বোর্ডে থেকেও চাকরি হয়ে গেছে।

⊖⊖ মৌখিক পরীক্ষার পোশাক কী হওয়া উচিত?

◉পোশাক হতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শালীন ও মার্জিত। ছেলেদেরকে অবশ্যই ফুলহাতা শার্ট পরে ভাইভা বোর্ডে যাওয়া উচিত। শার্টের রঙ সাদা না হলেও যতটা সম্ভব হালকা রঙের হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে প্যান্টের রঙ হওয়া প্রয়োজন কালো বা কালোর কাছাকাছি। টাই পড়তেও পারেন নাও পারেন। যদি টাই পড়ে আস্বস্তি অনুভব হয় কিংবা ঘাড় শক্ত হয়ে থাকে তবে টাই না পড়াই ভালো। পায়ে কালো রঙের ফরমাল শু থাকলে ভালো হয়। অবশ্যই শার্ট ইন করে পরতে হবে। তবে যারা পাঞ্জাবী পায়জামা পড়েন তারাও স্মার্টলি পরবেন। কড়া আতর ব্যবহার করবেন না।

মেয়েদেরও পরিপাটি পোশাক পড়া উচিত। শাড়ি অথবা ভদ্রোচিত সালোয়ার কামিজ পড়ে উপস্থিত হবেন ভাইভা বোর্ডে। কড়া মেকআপ করে ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত না হওয়াই ভালো। আর ছেলে-মেয়ে সবার ক্ষেত্রেই পারফিউম ব্যবহার করলে হালকা পারফিউম ব্যবহার করা উচিত।

Agri-Viva: M R Mukit

⊗⊖ ভাইভা বোর্ড-এ যাওয়ার আগে মানসিক চাপ খুব বেড়ে যায় । জানা প্রশ্নের উত্তর গুলো-ও গুছিয়ে বলতে পারি না । কিভাবে আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি?

◉প্রচুর মানুষের সাথে মেলামেশা করেন আর কথা বলেন। অর্থাৎ মেলামেশা করার রেঞ্জটা বাড়ান। একই খাঁচের বাইরে এসে, বিভিন্ন খাঁচের মানুষের সাথে যোগাযোগ বাড়ান। বিশেষ করে যাদের আপনি এড়িয়ে চলেন বা যাদের সাথে আপনি খুব একটা কমফোর্টেবল না; তাদের সাথে যোগাযোগটা একটা কমফোর্ট জোনে নিয়ে যেতে পারলে বুঝতে হবে যে আপনার কমিউনিকেসন স্কিল আর কনফিডেন্স দুটাই বেড়ে চলেছে এবং আরো বাড়তে থাকবে। আর এই সব কিছুর জন্য আপনাকে মানুষের সাথে প্রচুর কথা বলতে হবে। আশা করি আপনার জড়তা কেটে যাবে আর হাতপা কাঁপাকাঁপিও থাকবে না। দেখবেন অনেক কনফিডেন্ট লাগবে।

ভাইভা বোর্ডে আসলে একজন পরীক্ষার্থী বা প্রার্থীর মেধা বা জ্ঞানের চাইতেও তার আত্মবিশ্বাস এবং তার ব্যক্তিত্বের সাবলীলতা এবং নিজেকে উপস্থাপন করার দক্ষতা ও কুশলতা যাচাই করা হয়। কারণ ভাইভা বোর্ডে পরীক্ষক বা প্রশ্নকারী হিসেবে যারা থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বহুদর্শনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অল্পসময়ের ভেতরেই তারা প্রার্থীর এ দক্ষতাগুলোকে যাচাই করে নিতে পারেন। কাজেই নার্ভাস না হয়ে যত শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী থাকতে পারবেন, পরিস্থিতিকে তত নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন, অর্জন করবেন পরীক্ষকদের সুদৃষ্টি। অতএব সহজ, প্রশান্ত মনে ভাইভায় অংশ নিন। আর ইন্টারভিউতে সবসময় মনে রাখবেন-'বস ইজ অলওয়েজ রাইট', অর্থাৎ বস যা বলবেন তাতেই সম্মত হবেন। কিন্তু নীতিগত ব্যাপারে বা নিজের বক্তব্যে স্থির থাকবেন-ওখানে আপস করতে যাবেন না। অর্থাৎ নিজের বক্তব্যে বিনয়ী কিন্তু দৃঢ় থাকবেন।

⊖⊖ চাকরির ইন্টারভিউতে একজন প্রার্থীর কি ধরনের প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন?

◉নিজের যোগ্যতা প্রমানের অন্যতম এবং প্রথম স্থান হচ্ছে ইন্টারভিউ বোর্ড। স্বাভাবিক ইন্টারভিউ ভীতি দূর করা তেমন কঠিন বিষয় নয়। শুধু আপনাকে অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। সেজন্য আপনাকে ইন্টারভিউর আগে প্রথমে পরিকল্পনা করতে হবে এবং কিছু সহজ নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদ এর ওপর খুব সচেতন দৃষ্টি থাকা উচিত। একজন নিয়োগকর্তা প্রথমেই নজর দেবেন সাক্ষাৎকারদাতার পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর। পোশাক-

পরিচ্ছদ দেখেই তিনি সাক্ষাৎদাতার স্মার্টনেস, বাহ্যিক গুণাবলি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা মেপে নেন।

অতি চটপটে ভাব বা বিনয়ী ভাব দেখাতে যাবেন না। অনেকে খুব আপসেট থাকে এটাও বুঝতে দেয়া যাবে না। যতক্ষন না আপনাকে বসতে বলা হয় ততক্ষন অপেক্ষা করুন। বসতে বলার পর ধন্যবাদ জানাবেন। চেয়ারে বসার সময় হালকা করে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসুন, অহেতুক নড়াচড়া করবেন না বা পা নাচাবেন না। প্রথমে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসই আপনাকে সফলতা অর্জনে অনেক এগিয়ে দেবে। সাক্ষাৎকারে যাওয়ার আগে যে প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন করেছেন, সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিন। কী ধরনের কাজ হয় জানতে তাদের ওয়েবসাইট দেখুন। প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্তভাবে দিন। কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে সরাসরি বলুন, আমতা আমতা করে সময় নষ্ট করবেন না। আপনাকে বাংলায় প্রশ্ন করা হলে, ইংরেজীতে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। একইভাবে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে ইংরেজিতেই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

⊖⊖ চাকরির ইন্টারভিউয়ে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম, যার উত্তর জানা নেই অথবা ভাসাভাসা জানি- সেক্ষেত্রে আমার উত্তর কেমন হওয়া উচিত?

◉জানা না থাকলে কালক্ষেপন না করে দ্রুত বলুন, দুঃখিত আমার জানা নেই। অগোছালো ভাবে এদিক সেদিক না ঘুরিয়ে যথাযথ উত্তর দিতে হবে। তবে অনেক সময় ভাইভা বোর্ড সহযোগীতামূলক আচরণ করলে, আপনি কিছুটা জানলে তা প্রকাশ করার চেস্টা করুন। কখনই, বলবেন না যে এই ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা।

⊖⊖ ভাইভা বোর্ডে হঠাৎ ধরুন ভীষণ হাঁচি পেল, কি করবেন তখন! এরকম হঠাৎ হাঁচি এলে কি করা উচিত আসলে?

◉এমন পরিস্থিতিতে না পরাই সব থেকে ভালো, তবুও যদি এমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এসেই পরে, তবে কিছু সহজ সুকৌশলে ব্যাপারটি হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন:১.মুখ মোছার ভঙ্গি করে আপনার হাতের তর্জনী দিয়ে নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দিন। খুব হালকাভাবে আঙুল বোলালেই চলবে। ব্যস, হাঁচি হাওয়া। পরীক্ষক বুঝতেই পারবেন না যে আপনি একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। তবে কাজটা খুব দ্রুত কিন্তু স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করতে হবে। হাঁচি যদি এসেই পড়ে, তাহলে নাকের সামনে রুমাল ধরে প্রাণভরে কিন্তু

যথাসম্ভব কম শব্দে হাঁচি দিন। যদি হাতের কাছে রুমাল বা টিস্যু না থাকে, তাহলে দুই হাতে নাক-মুখ ঢেকে হাঁচি দিন। ফরমালিটির জন্য সরি বলতে পারেন।

⊖⊖ ভাইভাতে যাওয়ার সময় কি কি কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া লাগবে?

◉১.শিক্ষাজীবনের সকল সার্টিফিকেটের মূলকপি
২.সকল সার্টিফিকেটসমূহের ৩টি করে সত্যায়িত ফটোকপি।
৩.বিপিএসসি ফর্ম ১,ফর্ম ২, ফর্ম ৩, পুলিশ ভেরিফিকেশন ফর্ম প্রত্যেকটির ৩ কপি করে
৪. এডমিট কার্ড, ভাইভা কার্ড, প্রত্যেকটির তিনটি করে সত্যায়িত ফটোকপি
৫. বিপিএসসি ফর্ম২ এর নির্দেশিত স্থানে পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে উপরে সত্যায়িত করিয়ে নিবেন। এছাড়া আরো ৪/৫ কপি ছবি নিয়ে যাবেন।

===শর্তসাপেক্ষ কাগজপত্রঃ নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য===
১.চাকুরিরত থাকলে বিভাগীয় অনুমতিপত্র
২. মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদন করে থাকলে মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র
৩. যাদের অনার্সের সার্টিফিকেটে ৪ বছর কথাটি উল্লেখ নেই, তারা এ মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র।
৪. অবতীর্ণ প্রার্থী (অর্থাৎ অনার্স পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু ফল প্রকাশ হয়নি) হিসেবে আবেদন করে থাকলে এপিয়ার্ড সার্টিফিকেট
৫.এছাড়াও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখকৃত অন্য যে কোন কাগজ/ডকুমেন্ট
(উপরের প্রত্যেকটি সনদপত্রের মূলকপি ও ৩ কপি করে সত্যায়িত ফটোকপি নিয়ে যাবেন। মূলকপি ও ফটোকপিগুলো আলাদা দুটি ট্রান্সপারেন্ট ফাইলে করে নিয়ে যেতে পারেন।)

⊖⊖ বোর্ড কী কাগজপত্রের মূলকপি রেখে দিবে?

◉পিএসসির ভাইভার সময় মূল কাগজপত্রসমূহ অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। আপনি ভাইভা দেওয়ার আগেই সেটি সংশ্লিষ্ট বোর্ডের পিএ এর মাধ্যমে বোর্ডে পৌছে যাবে। ভাইভা শেষে আপনি যখন বোর্ড থেকে বের হবেন, তখন বোর্ডের একজন সদস্য (সাধারণত বোর্ড চেয়ারম্যান) আপনার হাতে জেমসক্লিপ আটানো মূল কাগজের সেটটি ফিরিয়ে দিবেন। (চাকুরিরত প্রার্থীদের বিভাগীয় ছাড়পত্রের মূলকপিটি বোর্ড রেখে দিবেন)। অবশ্যই মনে করে মূল কাগজপত্র ফেরত আনবেন। যেকোনো লেভেলের ভাইভাই হোকনা কেনো, মূল কাগজপত্র কেউ রেখে দেয়ার অধিকার রাখে না।

⊖⊖ চাকরির ইন্টারভিউ শেষে যারা ইন্টারভিউ নেয় তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করবো? ভাইভার বিদায়ী মুহূর্তে কি করা উচিত?

◉আমার মতে তাঁদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করাই ভালো, তবে বের হয়ে আসার সময় সালাম কিংবা ধর্মীয় মোতাবেক সম্মান জানাতে পারেন , কেননা, ইন্টারভিউ হচ্ছে পেশাদারিত্ব ও ব্যাবসায়িক কথা বলার জায়গা। এখানে নতুন বন্ধু তৈরি করার সুযোগ নেই। এখানে আপনার পরিচিতির সীমানা বৃদ্ধি করার চিন্তা না করলেই ভালো। ইন্টারভিউ যিনি নেবেন তার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও কথা বলার দরকার নেই। প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে মানসিক শক্তি ও উৎসাহের প্রয়োজন হয়। আপনি প্রশ্ন করুন, তবে আপনার অবস্থান ও আপনি যে চাকরি খুঁজছেন একথা ঘুণাক্ষরে ভুলে যাবেন না । তবে ভাইভার শেষ মুহূর্তে আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলে আপনি মার্জিতভাবে প্রশ্ন করতে পারেন।

⊖⊖ চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রশ্নকর্তা যদি জিজ্ঞেস করে আপনার Expected Salary কতো? তাহলে কি উত্তর দিব?

◉Expected salary র বিষয়টির সাধারনত দুটি উত্তর হতে পারেঃ

১) আপনাদের কোম্পানির পিলিসি অনুযায়ি। এই উত্তর তাদের জন্য উপযোগীঃ

ক)যারা নতুন চাকরিতে যোগদান করছেন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য।
খ) যাদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু ব্রান্ডেড কোম্পানিতে যোগদানের জন্য মরিয়া।
গ) যাদের অভিজ্ঞতা আছে বিভিন্ন কারনে চাকরিটি প্রয়োজন। এছাড়া যদি কোম্পানিটিতে সত্যিকার অর্থে বিদ্যমান বেতন স্কেল, অন্যান্য সুবিধা, নিয়মিত বার্ষিক increment এবং যথাযথভাবে কাজ মূল্যায়নের মাধ্যমে promotion এর ব্যবস্থা থাকে তাহলেও এই উত্তর দেয়া যেতে পারে।

২) আপনার Expected salary টি বলা। সাধারনত কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং অতিরিক্ত অভিজ্ঞ চাকরি প্রার্থীরা এই ভাবে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে দর (বেতন) কষাকষি করে থাকেন।

LAST 10 BCS
1000 VIVA QUESTIONS

বিগত ১০টি বিসিএসে ভাইবা প্রার্থীদের বারবার যে প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে

বিগত কয়েকটি বিসিএসে কিছু প্রশ্ন ঘুরেফিরে সবাইকে করেছে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যেকোনো বিসিএস প্রার্থীর জানা উচিত। এগুলোর উত্তর জানা থাকলে ভাইভা বোর্ডে আপনার কনফিডেন্স লেভেল বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখবেন, ভাইভা বোর্ডে যদি আপনি কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলেন তবে আপনি জানা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে গোলমাল পাকিয়ে ফেলবেন। সেজন্য, কৃষির বাইরের অন্যান্য বিষয়গুলিও জেনে রাখুন।

১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলবেন, নাকি সত্য মামলা বলবেন? এই মামলার কয়জন আসামী জীবিত আছে?
২. আপনার বস আপনাকে অবৈধ কাজের নির্দেশ দিলে আপনি কী করবেন?
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি?
৪. সংবিধানের মূলনীতিগুলো কি?
৫. প্রবাসী সরকার কোথায় গঠিত হয়েছিল? এত যায়গা থাকাতে ঐ খানে কেন?
৬. পলাশী যুদ্ধ কার কার মাঝে সংগঠিত হয়? ইংরেজদের নেতৃত্ব দেন কে?
৭. বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে?
৮. আচ্ছা, সংবিধান মূলত কি? বাংলাদেশের সংবিধান কতবার সংশোধন করা হয়?
৯. Federal System ও Unitary System এর মাঝে পার্থক্য কি? বাংলাদেশে কোনটা চালু?
১০. কোন দেশের সংবিধান অলিখিত?
১১. বাংলাদেশে কি আইএস আছে? যুক্তি দেখান ।
১২. আমলাতন্ত্রের জটিলতা নিরসনে কী কী পদক্ষেপ নিবে?
১৩. মুক্তিযুদ্ধের একটি গান ও কবিতা বলো।
১৪. ব্লু ইকনমি কিভাবে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে?
১৫. যুদ্ধাপরাধ বনাম মানবতা বিরোধী অপরাধের মাঝে পার্থক্য?বাংলাদেশে কোনটা হচ্ছে?
১৬. বাংলাদেশ – ভারত সম্পর্ক সম্পর্ক নিয়ে বলুন।

Agri-Viva: M R Mukit

REAL VIVA EXPERIENCE

(ভাইভার প্রশ্নসমূহ যারা দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনাদের অভিজ্ঞতা যদি অন্য কারো উপকারে আসে তবেই আনন্দিত হবো। কিছু প্রশ্ন অনলাইনে সংগ্রহ করা হয়েছে। পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে, ভাইভার প্রশ্নগুলো কিছুটা পরিমার্জন করা হয়েছে।)

মোঃ মাসুম আব্দুল্লাহ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৩৮ তম বিসিএস(কৃষি) ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত
মেধাক্রমঃ ১ম, Board: প্রফেসর হামিদুল হক

==========

প্রথমে অনুমতি নিয়ে ঢুকলাম।সালাম দেয়ার আগেই চেয়ারম্যান স্যার বললেন, বটপট প্রশ্ন করবো, পটপট উত্তর দিবে। বললেন "বসো" ধন্যবাদ দিয়ে বসার সময়ই জিজ্ঞেস করলেন তোমার বাসা কোথায়? বললাম,বি নাইদহ।

চেয়ারম্যান স্যারঃ-

১. মাসুম, BRRI dhan আর BR dhan এর পার্থক্য কি?

২. কত থেকে ব্রি ধান শুরু হয়েছে। বললাম। স্যার আবার বললেন BRRI dhan 26 নাকি 27 থেকে শুরু।

৩. মাসুম,কিছু ধানের জাতের নাম বলবে,বৈশিষ্ট্য বলবা। বললাম জি স্যার।

--ব্রি ধান ৩৪,২৮,২৮,১৪,৩৯ জিজ্ঞেস করলেন। লবনাক্ততা সহিষ্ণু জাত জিজ্ঞেস করলেন। জিংক সমৃদ্ধ জাতের নাম জিজ্ঞে করলাম। ব্রি ধান ২৮,২৯ নিয়ে ডিটেইল জানতে চেয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, পেরেছি।

এক্সটার্নাল স্যার ১:

১. ধানের উফরা রোগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।বললাম।

২. প্রিডেটর কাকে বলে?- বললাম

৩. প্রিডেটরের উদাহরণ জানতে চাইলেন। বললাম।

৪. প্যারাসিটয়েড কি? মনে করতে পারছিলাম না, স্যার অনেক হিন্টস্ দেয়ার পর কাছাকাছি গেলাম।স্যার বললেন এই তো পারছো...। তুমি তো ভালো পারছিলে এতোক্ষণ, এই সিম্পল জিনিস তোমাকে খুচিয়ে উত্তর বের করা লাগে, আমি সরি বললাম।

-এই সিম্পল জিনিস ভুলে গেছো? পাশ করছো কবে? স্যার জিজ্ঞেস করে নিজেই সার্টিফিকেট দেখছিলেন। ও তোমার বয়সতো বেশি না।
-আমি বললাম জ্বি স্যার,এটাই প্রথম বিসিএস।
--স্যার বললেন নার্ভাস নাকি?
-বললামঃ কিছুটা।
--বললেন তুমি তো ভালো এপ্লার করছো, নার্ভাস হলে হবে। জব পেলে হাজার হাজার মানুষের সামনে দাড়িয়ে কথা বলতে হবে,তখন কি করবা?
-ঝাড়ি খেয়ে বললাম,স্যার ওভারকাম করার চেষ্টা করছি।
(এর মাঝে বুঝতেছিলাম শ্রদ্ধেয় হামিদুল হক স্যার রুমের মধ্যে হাটাহাটি করছিলেন।)
স্যার তার চেয়ারের কাছে এসে বললেন, ভুট্টার ২ টা জাতের নাম বলো।
--৩ টা জাতের নাম বললাম।
এক্সটার্নাল -১ স্যার বললেন, তোমাকে ২ টা জিজ্ঞেস করলো স্যার। ৩ টা বললে কেনো।
সরি বললাম
-- হামিদুল স্যার বললেন, যেটা বিদেশ থেকে আনে সেই জাতটার নাম বলো?
বললাম,সরি স্যার।বলতে পারবো না।

এক্সটার্নাল ২:
১. তোমার বাসা তো ঝিনাইদহ। তা ঝিনাইদহে কোন ফসল ভালো হয়? বললাম কলা, পান। বললাম আমাদের জেলা বর‍্যান্ড,"কলা এবং পান,ঝিনাইদহের প্রাণ"।সাথে বললাম দেশে উৎপাদিত মিঠা পানের ৭০% ঝিনাইদহ জেলাতেই উৎপন্ন হয়।
(আসলে আমি চাচ্ছিলাম স্যার জেলা নিয়ে আরো কিছু জিজ্ঞেস করুক)।

আবার চেয়ারম্যান স্যার আসলেন।দাড়িয়ে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন," সাম্প্রতি একজন কৃষিবিদ এমপি মারা গিয়েছেন,কে?"
বললাম কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি।
তার সম্পর্কে বলো।
-মুখস্ত ছিলো । বলা শুরু করলাম। দুই লাইন শুনেই বললন,রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বলো। বলছিলাম। ২ লাইন বলার পর, চেয়ারম্যান স্যার এক্সটার্নাল ২ স্যারকে বললেন,"মান্নান ভাই তোমাদের সময় ছিলেন না? "এটা নিয়ে শ্রদ্ধেয় স্যারেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। (শুনে বুঝলাম এক্স-২ স্যার বাকৃবির গ্রাজুয়েট) তাদের কথা শেষ হলে আবার শুরু করলাম।থামিয়ে দিলেন।
চেয়ারম্যান স্যার কক্ষ ত্যাগ করলেন(ওয়াশরুমে সম্ভবত)

আবার এক্স-২ স্যার বললেন,শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা উন্নত, স্বনির্ভর দেশ হবো। SDG বাস্তবায়ন করবো, আমরা কৃষিবিদরা কোন goal এ কাজ করবো।

বললাম, স্যার গোল নাম্বার টু।
বললেন, গোল টু -তে কি আছে?
বললাম," ক্ষুধামুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই কৃষির প্রসার"
স্যারঃ উন্নত পুষ্টিমান অর্জন কিভাবে করবা তুমি?
আমিঃ মিনিট খানেক বললাম।নিজের মতো করে। উপস্থিত দুইজন স্যার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন,আসো।
উঠে দাড়িয়ে ধন্যবাদ, সালাম দিয়ে বের হয়ে আসলাম।(ঐ সময় চেয়ারম্যান স্যার রুমে ছিলেন না)

****ভাইভা দিয়ে আমার অভিজ্ঞতা****

**বলা হয়, "First sight is the last sight" শুরুটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভালো শুরু করলে এক্সট্রা বেনিফিট পাবেন।

**মিথ্যা বলা যাবে না। নার্ভাস কিনা প্রশ্নের জবাবে আমি বলছি কিছুটা নার্ভাস। কারণ এক্সপ্রেশন বলে দিচ্ছিলো কিছুটা এমন।

** এখন প্রায় সব ভাইভা বোর্ড-ই ফ্রেন্ডলি এবং ভালো বিহেভ করে।তাই মাথা কুল রাখলে ভালোভাবে ভাইভা দিতে পারবেন।

** ভাইভার নাম্বার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাডার পাওয়ার জন্য লিখিত বেশ বড় ফ্যাক্টর। তবে সিরিয়ালে এগিয়ে যেতে ভালো ভাইভা প্রস্তুতি এবং উত্তর ডেলিভারির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

**এখানে লাক একটা বড় ব্যাপার। তাই স্রষ্টা-কে স্মরণ করুন। কোন স্যারের বোর্ডে ভাইভা দিচ্ছেন থেকে শুরু করে, তখন তাদের মাথায় তখন কি প্রশ্ন উদয় হয়। আগের জন বোর্ডকে কি অবস্থায় রেখে গেছে এ সবই গুরুত্বপূর্ণ।

Md. Bayazid Hossain

(Assistant Commissioner of Tax Recommended in 38 BCS)
BCS (Agriculture) in 37th BCS
At present Lecturer in Soil, Water and Environment
University of Dhaka, Board: Professor Md. Hamidul Haque

- Introduce yourself
- Why administration is your first choice?
- Why do you want to switch from your current job? (I was working as a Scientific officer in SRDI from 36 BCS)
- What are the responsibilities in your current position?
- Tell us briefly about the current status of Bangladeshi soils?
- What is the name of your district?
- Can you draw a map of Dinajpur (my district) including all the Upazillas?
- What is the former name of Dinajpur?
- What is the speciality of the soil of Dinajpur?
- Name some crops that are suitable for the soil of Dinajpur.
- What is the famous speech of Netaji Subash Chandra Bose? What is the name of his force for attaining independence?
- Can you mention the name of some ministers of our existing cabinet from North Bengal?
- What is Pangaea?

Tips:

- ✓ Have a clear and detail concept about own district, graduation subject, institutions, present job, important article of the constitution of Bangladesh, liberation war, Bangabondhu, significant information of renowned person whose name resembles with your name, special events on the viva date, current buzz issues, etc.
- ✓ General manners and etiquettes of oral exams should be followed properly.
- ✓ Go through on important articles of some reputed daily newspaper of viva exam date.
- ✓ Practice to speak English fluently and correctly as much as possible.
- ✓ Don't talk much with the candidates who have just completed the viva exam. Rather, you can have a little chat with others on various interesting or funny issues which can make you relax.
- ✓ Take some small snacks or chocolate because someone has to wait for few hours.
- ✓ Finally, it's a matter of checking confidence level, ready-wit, personality, positivity, common sense and knowledge level to some extent. So be confident. This is not the end, it is just the beginning.

কামরুল হাসান কামু

৩৮ তম বিসিএস কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা(সুপারিশপ্রাপ্ত)
Board: বিনয় কৃষ্ণ বালা

প্রশ্ন: চেয়ারম্যান স্যারঃ ভেতরে প্রবেশের পর,দাঁড়ানো অবস্থায় চেয়ারম্যান স্যারের প্রশ্ন,

১. What's your name?

২.What's your educational background? তারপর বসতে বললেন।

৩.What's your father?

৪.৭ নভেম্বরের বিশেষত্ব কি?

৫.১৪ ডিসেম্বরের বিশেষত্ব কি?

৬.২৪ জানুয়ারী প্রেক্ষাপট বলেন.

৭.ডোনাল ট্রাম্পের impeachment বিষয়ে কি জানেন,বলেন।

৮. SRI কি? কোন ফসলে SRI প্রয়োগ হয়?

৯. BPH কি?

১০.BPH দমনে Cultural practice বলেন।

১১.আলোক ফাঁদে কোন ধরনের কেমিকেল ব্যবহার করা হয়?

১২ কোন ডিপার্টমেন্টে MS করেছেন?

মোঃ রাশিদুল আলম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, যশোর

১. What is ozone layer?
২. What is green house? গ্রিনহাউজ গ্যসগুলি কি কি?
৩. পরিবর্তিত পরিবেশে ফসল চাষে করনীয় কি?
৪. IFAD, FAO, UNESCO পুরো নাম বলো, এদের সদর দপ্তর কোথায়?
৫. BARI থেকে উদ্ভাবিত সরিষার নতুন জাত কি কি?

এইচ. ই. এম. খায়রুল মাজেদ
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট

1. আপনার নাম কি?
2. কোন বিষয়ে মাস্টার্স? থিসিস Title কি ছিল?
3. Tomato fruit, নাকি vegetable?
4. Plant hormone এবং plant growth regulator এর মধ্যে পার্থক্য কি?
5. টমেটোর কোন variety নিয়ে আপনি কাজ করছেন? এটি কি summer না winter variety?
6. Diterminate আর Inditerminate variety বলতে আপনি কি বুঝেন?
7. টমেটো লাল হয় কেন? এর কোন উপাদানটা cancer প্রতিরোধের জন্য pre-cursor হিসাবে কাজ করে?
8. Hybrid crop কিভাবে তৈরী করা হয় তার ধাপগুলো বল?
9. Photo sensitive এবং photo insensitive variety বলতে কি বুঝ?
10. Processing type tomato বলতে কি বুঝ?
11. একটা Tomato দেখে কিভাবে বুঝবে যে সেটা Processing type কিনা?
12. TSS কি? এটা কিভাবে পরিমাণ করা হয়?
13. বারির BT বেগুনের নাম শুনছ?
14. বেগুনের seed rate কি বল?
15. Bacterial wilt কেন হয়?
16. Permanent wilting point বলতে কী বুঝ?

মোঃ শরীফুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট

1. নাম কি আপনার?
2. এম এস এ কি নিয়ে কাজ করছেন?
3. থিসিস টাইটেল বলেন।
4. GAP এবং SOP এর পার্থক্য কি?
5. আনারসের কয়েকটি জাতের নাম, কোন জাত কোথায় হয়, আনারসে কি কি হরমন দেয়, কখন দেয়, কি পরিমানে দেয়, কত পাতা থাকা অবস্থায় দেয়, প্রশ্নগুলো একটার পর একটা করতেছিলেন।
6. আনারস কোন Stage এ Harvest করতে হবে, Harvest এর পর আনারস কি আর পাঁকবে? কলা কাঁচা অবস্থায় Harvest করে রেখে দিলে পাকে কিন্তু আনারস কেন পাকেনা?
7. আনারস নষ্ট হয় কেন?
8. কয়েকটা Fungus এর নাম বলেনতো।
9. Bacteria এর কারনে পঁচে না?
10. এই পচন রোধে আমরা কি করতে পারি?
11. বাংলাদেশে কি পরিমান আনারস উৎপাদন হয়, আনারস থেকে কি কি তৈরি করা যায়, বাংলাদেশে কোন আনারস প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি আছে কিনা, বাংলাদেশ রপ্তানি করে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন পর পর করলেন।
12. Subject তো Food Engineering. আপনি Agriculture এর Post-harvet এর Scientist হতে চান কেন?
13. আপনি Post-harvest নিয়ে কি কি Subject পড়ছেন?

Scientific officer, BIRTAN

মোছাঃ নুর শাহী বেগম নিশি
কৃষি, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১। আপনি কি জব করেন?
২। আপনি তো জেনেটিক্স এ মাস্টার্স করেছেন, বলুন ব্রিডিং কাকে বলে?
৩। জিনম কাকে বলে?

Agri-Viva: M R Mukit

লেখকের ভাইভা অভিজ্ঞতা

মুখলেছুর রহমান

২৯ তম বিসিএস

বোর্ডঃ ওয়াজেদ আলী খান

সময়ঃ 20 মিনিট

1. Introduce yourself
2. আপনার ১ম পছন্দ কি?
3. কৃষিতে পড়ে কীভাবে আপনি ফরেন আফেয়ার্সে কাজ করবেন?
4. তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, ফরেন সার্ভিসে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাওন্ডের লোক প্রয়োজন?
5. Think, you are a representative from Bangladesh in an international conference where investors of many countries attended. You have to deliver speech before them. Give lecture, thus they feel interest to invest in Bangladesh. Your microphone is on, start.
6. তুমি বলেছ, ইনভেস্ট করলে তাদের নাগরিকত্ব দেওয় হবে? আচ্ছা, আমেরিকার কেও কী নাগরিকত্বের লোভে আমাদের দেশে ইনভেস্ট করবে?
7. বাংলাদেশের ফরেন পলিসিতে ভারতের ভুমিকা বল।
8. ভুটানের ফরেন পলিসি কি?
9. CIA, RAW, মোসাদ কি?
10. What is USSR?
11. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে কোন কোন দেশ হয়েছে?
12. মানচিত্রে যাও, দেখাও... কাস্পিয়ান সাগর, ভুমধ্যসাগর, ফিজি, আন্দামান দ্বীপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সুইডেন
13. মালয়শিয়ার রাজধানীর নাম কি?